দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়

DDM Newsletter ● July 2014 ● Volume 1 ● Issue 1 www.ddm.gov.bd

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এশিয়ার মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে গত ২২-২৬ জুন ২০১৪ খ্রিঃ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে রাজকীয় থাই সরকার এবং United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) এর যৌথ আয়োজনে এশিয়ার মন্ত্রী পর্যায়ের ৬ষ্ঠ সম্মেলন "The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) Conference" অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের মাননীয় মন্ত্রী এবং অন্যান্য ডেলিগেট এতে অংশগ্রহন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম এম.পি'র নেতৃত্বে সিডিএমপি'র জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শহিদ উল্লা মিয়া সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহন করেন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে ২০১৪ খ্রিঃ পরবর্তী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন এবং স্থায়ী উন্নয়ন বিষয়ে একটি সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহনের পক্ষে জোর দাবী জানানো হয়।

২০১৩ সালের ২২ মার্চ সংঘটিত ব্রাহ্মনবাড়িয়া টর্নেডোয় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় টর্ণেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ডিডিএম কর্তৃক নির্মানাধীন ঘর

দেশব্যাপী জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৪ পালিত

দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে গত ২৭ মার্চ ২০১৪ তারিখে এ দিবসটি পালন করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে এবং দেশব্যাপী পালিত হলো জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৪।

এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"দুর্যোগের নেই দিনক্ষণ, প্রস্তুত থাকব সারাক্ষণ"**। দুর্যোগ যে কোন সময় আঘাত হানতে পারে, সেজন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মানবিক সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০১৪ পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, এম.পি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব ড. মেছবাহ উল আলম বাংলাদেশে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

দিবসটি পালন উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী মেলার আয়োজন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন সিকদার এম.পি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আইনুন নিশাত ও ড: খলীকুজ্জামান দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের তাৎপর্য আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব ড. মেছবাহ উল আলম। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জনসাধারণকে উজ্জীবিত করে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রদর্শনী মেলায় বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি সংস্থার অংশগ্রহনে তথ্য ও যোগাযোগ এবং প্রাক-দুর্যোগ সতর্কতামূলক পোস্টার, যন্ত্রপাতি, ষ্টিকার সম্বলিত ১৫টি স্টল স্থাপন করা হয়েছিল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রধান অতিথির ভাষন প্রদান করছেন

দুর্যোগ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে এবছর দেশব্যাপী সকল জেলা ও উপজেলায় র‍্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বার্তা প্রদর্শনী, কুইজ ও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, পোস্টার লাগানো, লিফলেট লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনা, গম্ভীরাপালা, নাটক, জাতীয় পত্রিকাগুলোতে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বেতার-টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক 6th AMCDRR-এ HFA 2 Panel-2 তে অন্যতম প্যানেলিষ্ট হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য

পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদী-ভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল, পাহাড়ধ্বস, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবনাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে এ দেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

> ***"দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে"***
>
> – জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ধরণ পাল্টে যাচ্ছে। এতে বিশেষত দরিদ্র জনগণের কষ্ট বাড়ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি যে কোনো দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। দুর্যোগকাল ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল হলেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর জন্যও বাংলাদেশ একটি উদাহরণ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনন্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অগ্রবর্তী স্থান আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত।

বর্তমান সরকারের সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি আরো শক্তিশালী এবং সমন্বিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়েছে। গৃহীত হয়েছে গ্রামীণ ও নগর ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন পদক্ষেপ।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান কার্যক্রমে এসেছে আরো বেশি সমন্বয়। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) গ্রহণ করাসহ বাস্তবায়িত হচ্ছে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন মানবিক সহায়তা কর্মসূচি।

বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক কল্যাণার্থে ও জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর বর্ধিত হারে আর্থিক, মেধাসম্পদ, প্রযুক্তির প্রসারসহ বিবিধ সম্পদের নিয়মিত প্রবাহ নিশ্চিত করেছে।

স্বেচ্ছাসেবক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পেশাজীবী তৈরী ঃ

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৯ হাজার ৩৬৫জন স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে যার এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য। তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও সিডিএমপির সহায়তায় সারাদেশে ৬২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরি ও প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৪হাজার স্বেচ্ছাসেবকের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

"Basic Information & Computing Technology" এবং ``Enhancing Operational Capacity for use of SOS-Form & D-Form" উপর PIO-দের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (ToT)

বন্যাপ্রবণ এলাকায় আনসার ও ভিডিপির সহায়তায় সিডিএমপি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কারিকুলামে দুর্যোগ বিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য সিডিএমপির সহায়তায় দুর্যোগ বিষয়ক কোর্স চালু করা হয়েছে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্সসহ উচ্চ শিক্ষা কোর্স চালু করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনী কাঠামো ঃ

কার্যকর, লক্ষ্যভিত্তিক ও সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থার জন্য প্রথম প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামো। এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি লক্ষ্য করার মত। আমাদের রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২। ১৯৯৭ সালে প্রণীত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ সালে সংশোধন করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫); বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা-২০০৯ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ প্রণীত হয়েছে এবং খসড়া জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা চুড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ঝুঁকি নিরূপন এবং এর উপর ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

সাংগাঠনিক তৎপরতা ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ পৃথিবীর নজর কেড়েছে দুর্যোগ বিষয়ক কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক ও সুসমন্বিত করার ক্ষেত্রে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর মাধ্যমে সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরবকে একীভূত করে সৃষ্টি করেছে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর"। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সামনে রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে এবং এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয় ঘটানো হচ্ছে।

মেক্সিকো সরকারের Social Safety Net Programe Under the Opportunidades পরিদর্শনে মাননীয় মন্ত্রীসহ প্রতিনিধি দল

ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতা বৃদ্ধি

ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে এবং টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীর ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ১৯৯৩ সালে প্রণীত Building Code সংশোধন ও কার্যকরকরণের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রনালয় কাজ করছে।

ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ২০০৯ হতে ২০১১ সালে প্রায় ৬৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে আরও ১৫৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার জন্য ১২টি জরুরী মোটরগাড়ী এবং ৬টি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে।

নারী সমাজের অংশগ্রহনঃ

দুর্যোগ বিষয়ক সকল কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এনজিওগুলো বর্তমানে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজ করছে। জেন্ডার ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে মহিলা ওয়ার্ড সদস্যদের নেতৃত্বে গ্রামীণ মহিলাদের সম্পৃক্ত করতঃ জনগোষ্ঠিভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGPP): কর্মরত নারী শ্রমিক

প্রশিক্ষণ ও জন-সম্পৃক্ততা

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মূলক কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সরকারি ও এনজিওদের প্রশিক্ষণ গাইডলাইনগুলো পর্যালোচনা করে Harmonized Training Module তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ হ্যান্ডবুক ও প্রশিক্ষক সহায়িকা অধিদপ্তরসহ সকল এনজিও, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

১৯৯৩ সালে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গৃহীত "Multipurpose Cyclone Shelter Programme" শীর্ষক স্টাডি-তে উপকূলীয় অঞ্চলে ৫০০০ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছিল। বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৭৫১টি। সরকারি তহবিল দ্বারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। এছাড়া সরকারের Climate Change Trust Fund এবং দাতা-নির্ভর Climate Change Resilient Fund দ্বারা আরও কয়েকশ বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের আদলে ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং স্কুল ভবনগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে।

ভৌত অবকাঠামো নির্মাণঃ

অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত মদনপুর নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, দৌলতখান, ভোলা

ছোট ছোট ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ

সেতু নির্মাণের পূর্বের অবস্থা

সেতু নির্মাণের পরবর্তী অবস্থা

উপজেলা: মতলব (উত্তর), জেলা: চাঁদপুর

গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে এ অধিদপ্তর কর্তৃক সমতল ভূমিতে ৩১৭৫টি এবং পার্বত্য এলাকায় ৩৭২টি সর্বমোট ৩৫৪৭টি ছোট ছোট (১২মিটার পর্যন্ত) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সমতল ভূমিতে ১৩৮৩টি এবং পার্বত্য এলাকায় ১৩৫টি সর্বমোট ১৫১৮টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় রামনাথপুর চৌরির বিল গুচ্ছগ্রামের পুকুরের পাড় বাঁধাই ও প্যালাসাইডিং নির্মাণ

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) প্রকল্পের আওতায় রাস্তা সংস্কার, অষ্টধার, ময়মনসিংহ সদর

দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি দ্বারা ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে ৭৮ লক্ষ ৪৫ হাজার দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি. আর) কর্মসূচির আওতায় ২০ লক্ষ ০৭ হাজার ০৯শত মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর মাধ্যমে ৪৫৭৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ৪১ লক্ষ৬১ হাজার ৫৪৪ জন অনিয়মিত দরিদ্র বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট কাজের অর্থায়ানে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় সহনীয় পাকা বাড়ী, দৌলতখান, ভোলা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) প্রকল্পের আওতায় রাস্তা সংস্কার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় কর্তৃক তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগের আগাম বার্তা দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষের কাছে সহজে এবং দ্রুততম সময়ে পৌছানোর লক্ষ্যে আগাম সতর্ক সংকেত প্রচার সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদান কেন্দ্রগুলো যেমন- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, জিওলোজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪৮৫টি উপজেলায় ও সকল জেলায় যথাক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসের সাথে Network স্থাপন করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর ওয়ারলেস সেট আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মোবাইল ফোন ভিত্তিক প্রযুক্তি তথা SMS ও IVR নির্ভর দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে যা বর্তমানে যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯৪১ নম্বর ডায়াল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা ও সতর্কীকরণ বার্তা শ্রবণ করা যাচ্ছে। Voice Call এর মাধ্যমে সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের কার্যক্রম পরীক্ষা করা হচ্ছে।

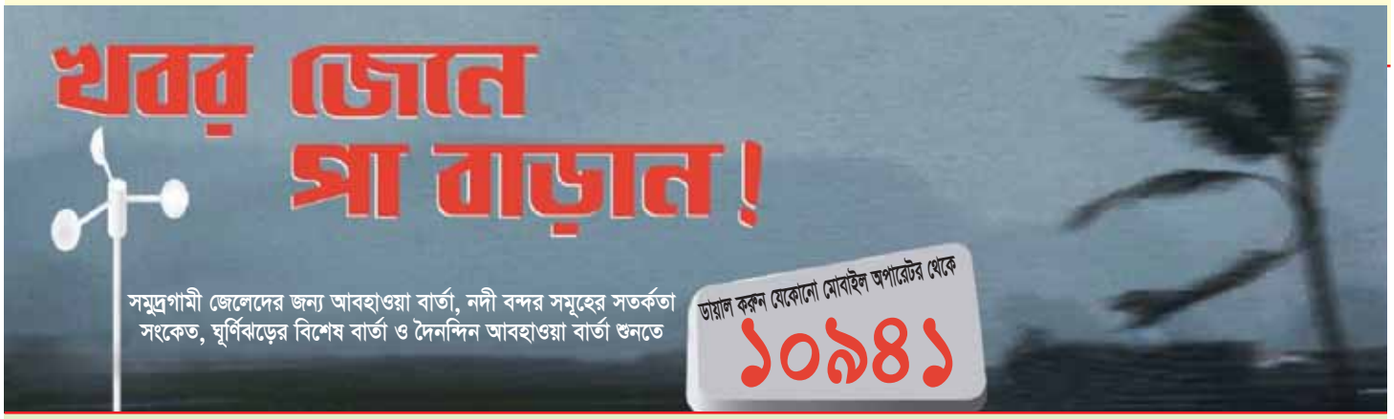

সম্পাদনায়: মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৮৮০-২-৯৮৪১৫৮১, Email: dg@ddm.gov.bd, wazed_73@ymail.com, www.ddm.gov.bd;
ডিডিএম নিউজলেটার সংক্রান্ত যোগাযোগ ঃ মোঃ ইসমাইল হোসেন (পিআইও) +৮৮০১৭১৩৪৬১৬৫১; Email: ibiddut@gmail.com